গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ২(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/৭০৫-৭৩২ তারিখ ঃ ১০/০৫/২০০১ইং

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বিকেএমইএ, বিসিসিএএমইএ ও বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সদস্য (শুল্ক) মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কার্টুন ও এক্সেসরিজ সংগ্রহের সমস্যা দূরীকরণের বিষয়ে ২২.০৪.২০০১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা সংলাগ "ক" তে দেখানো হয়েছে।

০১। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

আলোচনা: বিসিসিএমইএ এর প্রতিনিধি জানান যে, নিয়ম অনুযায়ী ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক এলসি সংগ্রহ না করে ইউপি প্রদান করা হয় না অন্যদিকে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ সরবরাহ আদেশের ৬ মাস পূর্বে এলসির বিপরীতে সমন্বয় করতে পারে না ফলশ্রুতিতে বন্ড কমিশনারেট যথাসময়ে ইউপি দিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

০২। এই প্রসংগে সভাপতি মহোদয় বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি আব্দুস সালাম মুর্শেদীকে বক্তব্য প্রদান করতে বললে তিনি জানান যে, ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায় করতে ৪-৬ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পোষাক শিল্পসমূহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ঋণপত্রে মার্জিন থাকে না বিধায় স্থানীয় উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ওয়ার্ক অর্ডারের অর্থাৎ ৭টি মাস্টার এলসির মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক ঋণপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত মার্জিনে (বৈদেশিক মুদ্রা) -এর দ্বারা সমন্বয় করার সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদন করেন। অন্যথায় প্রত্যেকটি ঋণপত্রের বিপরীতে অনেক ক্ষেত্রে বিবিএলসির মাধ্যমে পেমেন্ট করা সম্ভব নয়। বিষয়টির ওপর বিদ্যমান বাস্তব সমস্যা সকল সদস্য উপলব্ধি করেন। এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশের সংশোধনী সাপেক্ষে সকলের আলোচনাক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

(ক) প্রতিটি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ১০০০০ (দশ হাজার) মার্কিন ডলার পর্যন্ত ক্রয় (পার্সেজ অর্ডার) আদেশের ভিত্তিতে ইউপি প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ৭টি ক্রয়াদেশের মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে উহা সমন্বয় করা যাবে। প্রত্যেকটি আদেশে ঋণপত্র/বিবিএলসির নম্বর ও সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(খ) প্রতিটি ক্রয় আদেশের জন্য তারিখসহ একটি যথাযথ ও সম্পূর্ণ পৃথক (Unique) আদেশ নম্বর order number থাকতে হবে।

(গ) প্রতিটি সরবরাহ আদেশ ৪(চার) কপিতে জারী করতে হবে এবং উহা বিজিএমইএ/বিকেএমইএ কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে। প্রথম কপিটি সরবরাহকারী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য, দ্বিতীয়টি ইউপি জারীকারী সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তার জন্য, তৃতীয়টি সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজের জন্য এবং চতুর্থটি সরবরাহকারী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বন্ড অফিসারের জন্য।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সরবরাহ আদেশ দেয়ার সাথেসাথে একটি রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করবে যাতে সরবরাহ আদেশ নম্বর ও তারিখ, রপ্তানি ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ, ইউডি/ইউপি নম্বর ও তারিখ, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম, সরবরাহের তারিখ, ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ (ঋণপত্র খোলার পর) ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(ঙ) আদেশপ্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান অনুরূপ রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে যাতে উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাথে ইউপি নম্বর ও তারিখ (ইউপি ইস্যুর পর) এবং ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির অধিক্ষেত্রের এলাকা শুল্ক কর্মকর্তা ঐ রেজিস্টারটি প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ইউপি ইস্যুর পর ইউপি নম্বর ও তারিখ এবং ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(চ) সরবরাহ আদেশের দ্বিতীয় কপিটি আদেশ ইস্যুর অনধিক সাত কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউপি জারীকারী কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে হবে।

(ছ) সরবরাহকৃত পণ্যের কাঁচামাল কোন অবস্থাতেই ৬(ছয়) মাসের বেশী সময়ের জন্য অসমন্বিত অবস্থায় রাখা যাবে না। ৬(ছয়) মাসের মধ্যেই ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খুলে এবং ইউপি গ্রহণ করে অবশ্যই কাঁচামালের সমন্বয় সাধন করতে হবে। পণ্য চালানসমূহের মূল্য নির্বিশেষে এই বিধান কার্যকর হবে।

০৩। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ ক্রম আদেশের purchase order এর মাধ্যমে ইউপি জারী করা যাবে এবং রপ্তানিকৃত শিল্পের ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের স্বার্থে অন্তবর্তীকালীন গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৭টি রপ্তানি ঋণপত্রের মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক ঋণপত্রের (বিবিএলসি) বিপরীতে সমন্বয় করার বিষয়ে বিজিএমইএ/বিকেএমইএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমদানি নীতি আদেশের অনুচ্ছেদ ২৪(ঈ)(চ) এর ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংশোধনী আদেশ সংগ্রহ করে পেশ করবেন। অন্যথায় এক মাস

পরে আর এই সুযোগের আওতায় ইউপি জারী করা হবে না এবং এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিকে ITC contravention পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

০৪। প্রতিটি সরবরাহ আদেশের উপরে বিজিএমই্এ ও বিকেএমইএ এর সীলসহ প্রতিস্বাক্ষর করবে। বিজিএমইএ/বিকেএমইএ বন্ড কমিশনারেট এর সাথে আলোচনা করে উল্লিখিত আদেশের/রেজিস্টা ফরমেট প্রণয়ন করবেন।

০৫। নিরীক্ষা ও বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে বিজিএমইএ ও বিসিসিএএমইএ সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

০৬। নথি নং-২(১)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/৯৭/১৪.৮২-১৪৯৩ তারিখ ১.১১.২০০০ইং এর অনুচ্ছেদ ২১ এর শর্তাবলী আংশিক সংশোধন করা হলো।

০৭। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আবুল কাসেম)
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।